তুলাচাষি ভাইদের জন্য পরামর্শ

- এ সময় (অগ্রহায়ণ-পৌষ) বীজতুলার বোল ফাটতে শুরু করেছে। ভাল দাম পেতে শুকনো পরিপক্ক বীজতুলা ক্ষেত থেকে উঠান।
- তুলার বোল ফাঁটার পর ৭-১০ দিন বীজতুলা গাছেই শুকিয়ে নিন। এতে আশের মান উন্নত হয় এবং বাজার দরও ভাল পাওয়া যায়।
- ফুটন্ত সাদা ধবধবে বীজতুলা বা হাতের আঙ্গুল দিয়ে টান দিলে সহজেই উঠে আসে এমন পরিপক্ক বীজতুলা সংগ্রহ করতে হবে।
- অপরিপক্ক ও ভেজা বীজতুলা ক্ষেত থেকে উঠাবেন না। অপরিপক্ক বীজতুলার বীজ অপুষ্ট থাকে এবং আঁশের মান খারাপ হয়। ফলে বীজতুলার ওজন কম হয় এবং দামও কম পাওয়া যায়। বীজতুলা ভেজা থাকলে তা সংরক্ষণ করা যায় না এবং আঁশের গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়।
- রৌদ্রোজ্জল দিনে শিশির শুকিয়ে যাওয়ার পর মাঠ থেকে বীজতুলা উঠাতে হবে। সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বীজতুলা উঠানোর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।
- বীজতুলা উঠানোর সময় খেয়াল রাখুন যেন পাতা, ময়লা ও আবর্জনা বীজতুলার সাথে মিশে না যায়। এতে আঁশের গুণগতমান নষ্ট হয়।
- ক্ষেত থেকে ২/৩ বারে বীজতুলা উঠান, এতে আপনার জমির সম্পূর্ন বীজতুলা উঠানো সহজ হবে।
- বীজতুলা উঠিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় চট, পরিস্কার কাপড় অথবা ত্রিপলের উপর ২-৩ দিন ৪-৫ ঘন্টা করে শুকিয়ে নিন। অতপরঃ খোলা বাতাস আছে এমন স্থানে ১-২ ঘন্টা রেখে ঠান্ডা করে হালকাভাবে চটের বস্তায় সংরক্ষণ করুন।
- একাধিক জাতের তুলার আবাদ করে থাকলে জাতভেদে বীজতুলা আলাদা-ভাবে উঠান ও সংরক্ষণ করুন। এতে করে ভাল দাম পাওয়া যাবে।
- দ্বিতীয়বার বীজতুলা সংগ্রহের পর পরই জমিতে গম/ভুট্টা চাষ করে অধিক লাভবান হউন।
- এছাড়াও তুলা উঠানোর পর ঐ জমিতে বিভিন্ন লাভজনক ফসল মুগ, বরবটি, তিল, সিম,মিষ্টি কুমড়া, তরমুজ প্রভৃতি চাষ করুন।

বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের মাঠকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করুন।

DFP-136-15/12/08
G-45

তুলা উন্নয়ন বোর্ড
খামারবাড়ি,ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

১৬ ডিসেম্বর ২০০৮ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে

মাদকমুক্ত সুস্থ, সুন্দর সমাজ গঠনে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

-মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া মাদকদ্রব্য গ্রহণে
মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি

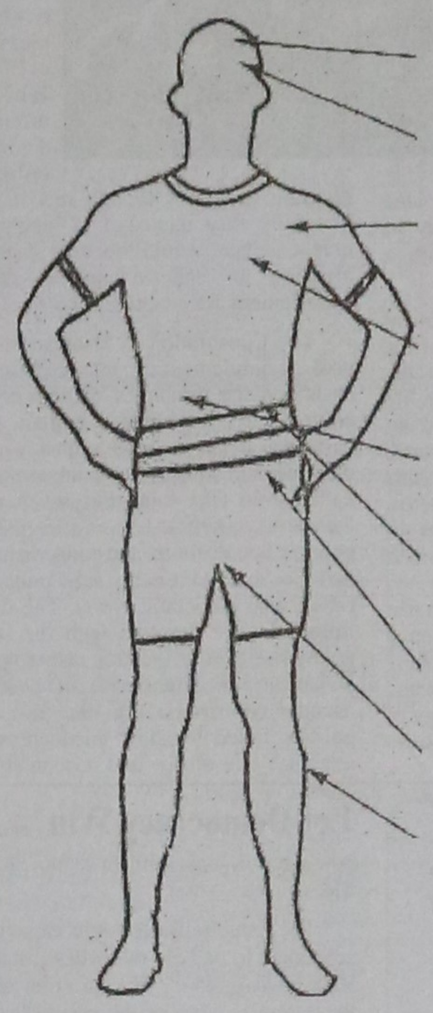

স্নায়ুমন্ডলি- মানসিক রোগ দেখা দেয়, স্মরণশক্তি কমে যায়।
চোখ - দৃষ্টি শক্তি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।

রক্ত প্রণালী- রক্তাল্পতা দেখা দেয়, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

হৃদযন্ত্র (হার্ট) - হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা কমে যায়, হৃদযন্ত্র বড় হয়ে যায়।

যকৃত (লিভার) - জন্ডিস, হেপাটাইটিস, লিভার সিরোসিস, ক্যান্সার হয়।

পরিপাকতন্ত্র - হজম শক্তি কমে যায়। আলসার, এসিডিটি, কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

বৃক্ক (কিডনী)- কিডনী ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে পড়ে।

প্রজনন তন্ত্র - যৌন ক্ষমতা কমে যায়, বিকৃত সন্তানের জন্ম হয়।

ত্বক (স্কিন)- চামড়া খসখসে হয়ে যায়, চুলকানি হয়, ফোড়া ও ঘা হয় যা থেকে অনেক সময় শরীরে পচন ধরে।

মাদক হতে দূরে থাকুন, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ুন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

DFP-141-15/12/08
G-42

নির্বাচনী তথ্য কণিকা

নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলুন

নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখুন

ছবিসহ ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র

- দেশে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এখন থেকে সকল নির্বাচনই ছবিসহ ভোটার তালিকা দিয়ে অনুষ্ঠিত হবে।
- দেশের সকল ভোটারকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। অনেকেই জাতীয় পরিচয়পত্রকে ভোটার আইডি কার্ড মনে করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় পরিচয়পত্র ভোটার আইডি কার্ড নয়।
- কোন নির্বাচনেই ভোট প্রদানের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রয়োজন হবে না। কারণ ভোটার তালিকায় ভোটারের ছবি ও নাম-ঠিকানা রয়েছে, যা দেখে ভোটারকে শনাক্ত করা হবে। তবে জাতীয় পরিচয়পত্র ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যেতে কোন বাধা নেই।
- জাতীয় পরিচয়পত্রে উল্লিখিত পিন নম্বর আর ভোটার নম্বর এক নয়। ভোটার তালিকায় প্রত্যেক ভোটারের স্বতন্ত্র ভোটার নম্বর ও ক্রমিক নম্বর (তালিকার ক্রম অনুসারে) রয়েছে। ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আগেই ভোটার নম্বর জেনে নিন। এজন্য প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তার সহায়তা নিন।
- কোন কোন ক্ষেত্রে ভোটার তালিকায় কারো নামের বানান বা তথ্যগত কোন ভুল থাকলেও কারো ভোট প্রদানে কোন সমস্যা হবে না। কারণ তালিকায় ছবি দেখে তার পরিচয় নিশ্চিত করা হবে।
- নির্বাচনের আগে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া, ছবি ছাড়া ভোটার তালিকার সিডি নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে সংগ্রহের সুযোগও রয়েছে।
- নিজের ভোটার নম্বর জেনে নিন, অন্যদেরও জেনে নিতে উৎসাহিত করুন।

নির্বাচনী মিছিল

- নির্বাচনী প্রচারণায় কোন প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে বাস, ট্রাক, মোটর সাইকেল, নৌযান, ট্রেন, কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল বা শো-ডাউন করা যাবে না;
- কোন প্রকার মশাল মিছিল করা যাবে না;

নির্বাচনী গেইট বা তোরণ নির্মাণ

- নির্বাচনী প্রচারণায় কোন গেইট বা তোরণ নির্মাণ করতে পারবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবেন না;
- নির্বাচনী প্রচারণার জন্য ৪০০ (চারশত) বর্গফুট এর অধিক স্থান লইয়া কোন প্যান্ডেল তৈরী করতে পারবেন না;
- নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করতে পারবেন না;
- কোন সড়ক কিংবা জনগনের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারবেন না; একজন প্রার্থী দলীয় ও সহযোগী সংগঠনের কার্যালয় নির্বিশেষে প্রতিটি ইউনিয়নে সর্বোচ্চ একটি এবং প্রতিটি পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একটির অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করতে পারবেন না;
- নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রার্থীর ছবি বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য বা কোন শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবেন না; এবং
- নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনরূপ উপঢৌকন প্রদান করতে পারবেন না।

উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান

- নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করে বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা উস্কানীমূলক কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন না;
- মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে পারবেন না;
- নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাবে না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কারও শান্তি ভঙ্গ করতে পারবেন না।

মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধ

- কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনী এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হইতে রাত ৮ (আট) ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন।
- নির্বাচন তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচনী এলাকায়, সংশ্লিষ্ট জেলায় বা অন্য কোথাও কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচনী কাজে সরকারী প্রচার যন্ত্রের ব্যবহার, সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার বা সরকারী যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন না এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ বা ব্যবহার করতে পারবেন না।

দেয়াল লিখন

- দেয়াল লিখনের মাধ্যমে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা করা যাবে না;
- কোন রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর পক্ষে দেয়াল ছাড়াও কোন দালান, থাম, বাড়ী বা ঘরের ছাদ, সেতু, সড়ক দ্বীপ, রোড ডিভাইডার, যানবাহন বা অন্য কোন স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করা যাবে না।

নির্বাচনী জনসভা

- সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনী প্রচারণার জন্য সভা করতে চাইলে সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি গ্রহণ করতে হবে;
- প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে সভার সময় ও স্থান সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে;
- জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোন সড়কে বা রাস্তায় নির্বাচনী প্রচারণার জন্য জনসভা বা পথসভা করা যাবে না।

পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল

- নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃত পোস্টার সাদা-কালো হতে হবে। কোন প্রার্থী রঙ্গিন পোস্টার ছাপাতে পারবেন না ;
- পোস্টারের আয়তন ২৩"x ১৮" এর অধিক হতে পারবে না;
- পোস্টারে প্রার্থীর ছবি, প্রতীক এবং দলীয় প্রার্থী হলে দলীয় প্রধানের ছবি ছাড়া অন্য কোন ছবি বা প্রতীক ব্যবহার করা যাবে না;
- পোস্টারে ব্যবহৃত ছবি অবশ্যই পোর্ট্রেট সাইজের হতে হবে;
- কোন অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় কোন ছবি ছাপানো যাবে না;
- কোন প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে অন্য কেউ, বাস, ট্রাক, ট্রেন, ষ্টীমার, লঞ্চ, রিক্শা বা অন্য কোন প্রকার যানবাহনে পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল লাগাতে পারবেন না;
- এছাড়া সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় অবস্থিত দালান, দেয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোন দণ্ডায়মান বস্তুতে এবং সারাদেশে সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে পোস্টার, স্টীকার, লিফলেট লাগানো যাবে না;
- কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিলের উপর অন্য কোন প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল লাগানো যাবে না বা অন্য কোন প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির ক্ষতি সাধন, বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাবে না।

নির্বাচনী ব্যয়

- গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন নির্বাচনী এলাকার নির্বাচনী ব্যয় ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারণযোগ্য, তবে তা ১৫ লক্ষ টাকার অধিক হবে না। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ভোটার প্রতি ব্যয় ৫.০০ টাকা নির্ধারণ করেছেন। তার অর্থ এই যে, তিন লক্ষের অধিক ভোটার সংখ্যা সম্পন্ন সকল নির্বাচনী এলাকায় ব্যয় সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা। তিন লক্ষের অধিক নয় এমন নির্বাচনী এলাকায় ব্যয় এরূপ এলাকার ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।
- কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট ছাড়া, অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত প্রার্থীর নির্বাচন বাবদ অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না।
- নির্বাচনী ব্যয় পরিচালনার উদ্দেশ্যে খোলা একাউন্ট হতে সকল নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।
- উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্টকে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম-ঠিকানা সরকারী গেজেটে প্রকাশ হওয়ার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন হলফনামাসহ রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করতে হবে এবং তার অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনেও পাঠাতে হবে।
- আপনার নির্বাচনী এলাকার ব্যয়ের তথ্য জানার জন্য বা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালার জন্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট দেখুন।

ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার

- ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে।
- কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করতে পারবেন না।
- পোলিং এজেন্টগণ তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থেকে তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করবেন।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
www.ecs.gov.bd

নির্বাচনী আচরণবিধির লংঘন দন্ডনীয় অপরাধ

DFP-140-15/12/08
G-39